প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা হিসাবে পরিচিত দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর শহরে আমি জন্মেছি ও বড় হয়েছি। এই ছোট একটি শহরে বড় হওয়ার কারণে আমার ছেলেবেলার পড়াশুনা এখানকারই একটি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হয়েছে। এই সময় অর্থাৎ ছেলেবেলা থেকেই গল্প-উপন্যাসের প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি থাকার জন্যই এবং বিষয় হিসেবে বাংলার প্রতি ভালোবাসার কারণেই আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকের পর বাংলায় অনার্স নিয়ে স্নাতক পর্যায়ের পাঠক্রমে ভর্তি হই। এরপর আমি স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়াশুনার জন্য 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বাংলা বিভাগে ভর্তি হই। এখানকার প্রথিতযশা অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যের কারণে আমি সম্মানের সঙ্গে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম সমাপ্ত করি।

এই স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়াশুনার সময় থেকেই আমি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করি এবং আমার শিক্ষিকা অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরাকে এই বিষয়ে কাজ করবার কথা জানাই। তিনি তখন আমাকে প্রথমে সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পুনরায় বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অণুপুঙ্ক্ষভাবে পড়বার পরামর্শ দেন। এরপর তাঁর সঙ্গে নিয়মিত কথা বলে আমি চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের উপর গবেষণা করব বলে মনস্থির করি। তবে, তখনও পর্যন্ত গবেষণা সংক্রান্ত কোন কিছুই ঠিকমত জানতাম না— গবেষণা করতে গেলে কীভাবে পড়তে হয়, কীভাবে লিখতে হয় কোনকিছুই প্রথমদিকে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাই গবেষণা কর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন সুবৃহৎ চৈতন্যজীবনী কাব্যের প্রাচুর্য দেখে আমি কিছুটা দিশাহীনও হয়ে পড়ি। কিন্তু অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা আমার গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত অস্বচ্ছ ধারণাকে স্বচ্ছতা প্রদান করেন এবং আমায় দিশাহীনতা থেকে প্রকৃত দিশা দেখান। শুধু তাই নয়, গবেষণা কর্মে আমায় বিভিন্ন প্রকারে উৎসাহ ও জানার আগ্রহ সঞ্চার করেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে এভাবে প্রভূত উৎসাহ পেয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ওয়ার্কে ভর্তি হই এবং বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিশেষ সাহচর্যে ও প্রতিনিয়ত ক্লাসে উপস্থিত থেকে গবেষণা সংক্রান্ত একটি সম্যক ধারণা লাভ করি।

প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা শুধু আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়িকা নন, তিনি আমার উচ্চতর শিক্ষার পথ প্রদর্শকও। প্রকৃত অর্থেই আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আমার জীবনে তাঁর মত একজন অনুকরণযোগ্য অধ্যাপিকা ও সত্যিকারের ভালো মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরিতে তাঁর সবদিক থেকে সহযোগিতা ও ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা অল্পকথায় বলা সম্ভব নয়। গবেষণা কর্মের মাঝে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখিন হলে তিনি যে সহৃদয়তা ও স্নেহশীল ব্যবহারের মাধ্যমে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন ও সর্বদা গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন, তা কখনই ভোলার নয়। সত্যি কথা বলতে কি, পড়তে ও লিখতে ছেলেবেলা থেকেই শিখেছি; কিন্তু কীভাবে পড়াশুনা করতে হয়, কীভাবে লিখতে হয় তা আমি তাঁর কাছেই শিখেছি। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে প্রচুর

সময়, সুপরামর্শ ও সঠিক পথনির্দেশ দিয়ে সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এককথায়, তাঁর অপরিসীম সাহায্যের জন্যই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি শেষ পর্যন্ত রূপ লাভ করতে পেরেছে। ম্যাডামকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়বার সময় থেকেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সমস্ত অধ্যাপকদের সুচিন্তিত মননশীল দার্শনিক ভাবনা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম রইল।

বইপত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, লিটল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, মালদা জেলা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি মহিলা কলেজ লাইব্রেরি, নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজ লাইব্রেরির শরণাপন্ন হয়েছি। এই সমস্ত লাইব্রেরির আধিকারিক ও কর্মীদের বিভিন্ন সময় যথেষ্ট সহায্য পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার ছোটকাকু শ্রীযুক্ত মাধব ঘোষ কলকাতার কলেজ স্ট্রিট থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বই সংগ্রহ করে দিয়ে ও সর্বোতভাবে অনুপ্রাণিত করে আমায় বাধিত করেছেন। তাঁর প্রতি আমার প্রণাম রইল।

আমার মা শ্রীমতি চন্দনা ঘোষ ও বাবা শ্রীযুক্ত ভীম চন্দ্র ঘোষ-উভয়েই শিক্ষানুরাগী মানুষ। তাঁরা আমার পড়াশুনার প্রতি সর্বদা যত্নশীল। তবে আমি একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছি বলে বাড়ির সকলের কাছ থেকেই বয়সোপযোগী নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাই বাড়ির শ্রদ্ধেয় গুরুজনদের প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার গবেষণার কাজে আরও অনেকের কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে আমার গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহারাজ ও পরম বৈষ্ণব স্বরূপ দামোদর দাস বাবাজি মহারাজ। এঁদের উভয়ের কাছ থেকেই চৈতন্যদেব সম্পর্কিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া আমার পিসেমশাই-শিক্ষক অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের বিভিন্ন সুপরামর্শ আমার পথ চলার সহায়ক হয়েছে। এঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম রইল। গবেষণা সংক্রান্ত টাইপের কাজ তথা মুদ্রণ যন্ত্রে আমায় ভীষণভাবে সহযোগিতা করেছে তনয়াদি ও ভ্রাতৃসম সুজিৎ রায়। ওদের নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা কখনোই অস্বীকার করবার নয়। ওদের জানাই আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। পরিশেষে বলি, গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বিষয়ানুযায়ী বিষয়ের গভীরে গিয়ে সম্পূর্ণ চৈতন্যদেবের জীবন-দর্শনকে তুলে ধরতে। তবে অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুদ্রণের ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

পার্থ সারথি ঘোষ

তারিখ : 04.08.2016

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজারামমোহনপুর, দার্জিলিং

(পার্থ সারথি ঘোষ)